মহারাষ্ট্র স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

বনাম

বাবুলাল লেড এবং অন্যান্য

(২০১৬ সালের দেওয়ানী আপিল নং ২৩২)

ডিসেম্বর ০৪,২০১৯

[মোহন এম. শান্তনগৌদার এবং কৃষ্ণা মুরারি, বিচারপতিদ্বয়]

সিকিউরিটিজেশন এবং আর্থিক সম্পদের পুনর্গঠন এবং নিরাপত্তা স্বার্থ প্রয়োগ আইন, ২০০২: ধারা ১৩(৭) - কর্মচারীদের বকেয়া কি সুরক্ষিত ঋণদাতার দাবির চেয়ে অগ্রাধিকার পেতে পারে - বর্তমান মামলায়, রেসপন্ডেন্ট নং ৬-সোসাইটি (কারখানা) আপীলকারী-ব্যাঙ্ক থেকে ক্রেডিট সুবিধা পায় এবং বিনিময়ে তার সম্পত্তি বন্ধক রাখে - ঋণের পরিমাণ পরিশোধে ব্যর্থতা - কারখানার বিরুদ্ধে ধারা ১৩(২) এর অধীনে আপীলকারী-ব্যাঙ্ক দ্বারা পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া - কারখানার দুর্বল আর্থিক অবস্থার কারণে, কারখানা কর্মচারীদের বিনা বেতনে ছুটিতে যাওয়ার জন্য নোটিশ জারি করে - কর্মচারী-রেসপন্ডেন্ট নং ১ থেকে ৩ এর প্রতিনিধিরা শিল্প আদালতের সামনে সফলভাবে নোটিশটিকে চ্যালেঞ্জ করে এবং একটি আদেশ পায় যেখানে কারখানাকে তার কর্মচারীদের বকেয়া বেতন সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে পরিশোধ করার নির্দেশ দেওয়া হয় - উক্ত আদেশের উপর নির্ভর করে, রেসপন্ডেন্ট নং ১ থেকে ৩ কারখানা এবং আপীলকারী-ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে পুনরুদ্ধার শংসাপত্র জারির আবেদন করে - শিল্প আদালত রায় দেয় যে কারখানার কর্মচারীদের বকেয়া বেতনের জন্য পুনরুদ্ধার শংসাপত্র আপীলকারী-ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে জারি করা যাবে না - কারখানার অনিশ্চিত আর্থিক অবস্থার কারণে এটি কারখানার বিরুদ্ধেও এই ধরনের শংসাপত্র জারি করতে অস্বীকার করে - যাইহোক, যখন তহবিল পাওয়া যাবে তখন কারখানাকে কর্মচারীদের বকেয়া বেতন সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে পরিশোধ করার নির্দেশ দেওয়া হয় - আদেশের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জে, হাইকোর্ট কারখানার বিরুদ্ধে পুনরুদ্ধার শংসাপত্র জারির নির্দেশ দেয় - এরই মধ্যে, কারখানার সংযুক্ত সম্পত্তিগুলির মধ্যে একটি আপীলকারী-ব্যাঙ্ক দ্বারা নিলাম করা হয় এবং বিক্রি করা হয় এবং প্রাপ্ত অর্থ কারখানার কাছ থেকে তার বকেয়া পরিমাণের দিকে আপীলকারী-ব্যাঙ্ক দ্বারা বরাদ্দ করা হয় - আপীলকারী-ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে পুনরুদ্ধার শংসাপত্র জারি না করায় ক্ষুব্ধ হয়ে, রেসপন্ডেন্ট নং ১ থেকে ৩ একটি রিট পিটিশন দায়ের করে - এই পিটিশন বিচারাধীন থাকাকালীন, সোসাইটিস আইনের অধীনে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কারখানার অবসায়নের নির্দেশ দেয় -

অবশেষে, হাইকোর্ট রিট পিটিশন নিষ্পত্তি করে পর্যবেক্ষণ করে যে, এমআরটিইউ ও পিইউএলপি আইনের ধারা ৫০-এর শর্তাবলী অনুসারে, কারখানা এবং এর ম্যানেজিং ডিরেক্টরের কাছ থেকে পরিমাণ পুনরুদ্ধার করার জন্য কালেক্টরের কাছে পুনরুদ্ধার শংসাপত্র জারি করা উচিত ছিল - আরও, এটি রায় দেয় যে কারখানার অবসায়নের পরে, ১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ৫২৯ক কার্যকর হয়, যার ফলে বিক্রয়লব্ধ অর্থের ক্ষেত্রে অন্যান্য সমস্ত বকেয়ার উপর কর্মচারীদের বকেয়াকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় - এর আলোকে, এটি রায় দেওয়া হয় যে কালেক্টর আপীলকারী-ব্যাঙ্কের দ্বারা ট্রাস্টে রাখা বিক্রয়লব্ধ অর্থ থেকে পরিমাণ পুনরুদ্ধার করতে পারে - এই আদেশের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক আপিল দায়ের করা হয় - রায়: কোম্পানি আইনের ধারা ৫২৯ক, যা শ্রমিকদের বকেয়াকে অন্যান্য সমস্ত ঋণের উপর অগ্রাধিকার দেয়, সোসাইটিস আইনের ধারা ১৬৭-এর পরিপ্রেক্ষিতে তাৎক্ষণিক মামলায় প্রয়োগ করা যাবে না, যা সোসাইটিস আইনের অধীনে নিবন্ধিত সোসাইটিগুলিতে কোম্পানি আইনের প্রয়োগকে বাধা দেয় - এমআরটিইউ ও পিইউএলপি আইনের ধারা ৫০ এবং ভূমি রাজস্ব কোডের ধারা ১৬৯ থেকে এটা স্পষ্ট যে, কর্মচারীদের বকেয়া, যার বিষয়ে এমআরটিইউ ও পিইউএলপি আইনের ষষ্ঠ অধ্যায়ের অধীনে একটি আদালত কর্তৃক আদেশ দেওয়া হয়েছে, তা ভূমি রাজস্বের বকেয়ার মতো একইভাবে পুনরুদ্ধারযোগ্য - জমির কারণে ভূমি রাজস্বের বকেয়া এবং ভূমি রাজস্বের বকেয়া ব্যতীত অন্যান্য পরিমাণ, তবে ভূমি রাজস্বের বকেয়ার মতো একইভাবে পুনরুদ্ধারযোগ্য, এর মধ্যে একটি বস্তুগত পার্থক্য রয়েছে - ধারা ১৬৯(১) দাবির পূর্বের বিভাগটি নিয়ে আলোচনা করে এবং অন্যান্য সমস্ত দাবির উপর জমিটিকে একটি প্রধান চার্জ করে - অন্যদিকে, ধারা ১৬৯(২) পরবর্তী বিভাগটি নিয়ে আলোচনা করে এবং শুধুমাত্র অসুরক্ষিত দাবির উপর তাদের অগ্রাধিকার দেয় - তাৎক্ষণিক মামলার তথ্য অনুসারে, এমআরটিইউ ও পিইউএলপি আইনের ধারা ৫০-এর অধীনে জারি করা পুনরুদ্ধার শংসাপত্র শুধুমাত্র কর্মচারীদের বকেয়াকে ভূমি রাজস্বের বকেয়া হিসাবে পুনরুদ্ধারযোগ্য করে - সুতরাং, এই ধরনের কর্মচারীদের বকেয়া ধারা ১৬৯(২) দ্বারা ধারণ করা দাবির বিভাগে পড়বে এবং শুধুমাত্র অসুরক্ষিত দাবির উপর অগ্রাধিকার নিতে পারে - যেহেতু এমআরটিইউ ও পিইউএলপি আইনের ধারা ৫০ স্পষ্টভাবে কর্মচারীদের বকেয়াকে 'প্রথম চার্জ' হিসাবে তৈরি করতে ব্যর্থ হয়, তাই বলা যায় না যে এই ধরনের বকেয়া আপীলকারী-ব্যাঙ্কের দাবির উপর অগ্রাধিকার পায়, যা একটি সুরক্ষিত ঋণদাতা - সুতরাং, ভূমি রাজস্ব কোড এবং এমআরটিইউ ও পিইউএলপি আইনের পরিকল্পনা অনুসারে, কর্মচারীদের বকেয়া আপীলকারী-ব্যাঙ্কের দাবির উপর অগ্রাধিকার দাবি করতে পারে না - একই সময়ে, আপীলকারী-ব্যাঙ্কও বিক্রয়লব্ধ অর্থের উপর কোনও প্রধান চার্জ উপভোগ করে না - পরিবর্তে, এসএআরএফএইএসআই আইনের ধারা ১৩(৭) অনুসারে, বিক্রয়পত্র এবং বিক্রয় শংসাপত্র একটি চুক্তি গঠন করে যা উক্ত বিধানের অধীনে নির্ধারিত বিতরণের আদেশকে প্রতিস্থাপন করে -

মহারাষ্ট্র স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড বনাম ৪৮৭

বাবুলাল লেড

এই নথিগুলির ক্রমবর্ধমান প্রভাব হল আপিলকারী-ব্যাংককে নিলামকৃত সম্পত্তি থেকে বিক্রয়ের অর্থ থেকে কর্মচারীদের পাওনা পরিশোধ করতে হবে - এই পরিমাণে, শিল্প আদালত কর্তৃক জারি করা পুনরুদ্ধার শংসাপত্র আপিলকারী - মহারাষ্ট্র সমবায় সমিতি আইন, ১৯৬০- ধারা ১৬৭ - মহারাষ্ট্র ট্রেড ইউনিয়ন স্বীকৃতি এবং ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিরোধ এবং অন্যায্য শ্রম অনুশীলন প্রতিরোধ আইন, ১৯৭১- ধারা ৫০ - কোম্পানি আইন - ধারা ৫২৯ক এর বিরুদ্ধে কার্যকর করা যেতে পারে।

সিকিউরিটিজেশন এবং আর্থিক সম্পদের পুনর্গঠন এবং নিরাপত্তা স্বার্থ প্রয়োগ আইন, ২০০২: ধারা ১৩(৪) - সুরক্ষিত ঋণদাতার মাধ্যমে সুরক্ষিত সম্পদের বিক্রয় থেকে প্রাপ্ত অর্থ বিতরণের পদ্ধতি। সারফেইসি আইন-এর ধারা ১৩(৪) একজন সুরক্ষিত ঋণদাতাকে ঋণখেলাপী ঋণগ্রহীতার সুরক্ষিত সম্পদের দখল নেওয়ার অনুমতি দেয়, যার মধ্যে বিক্রয়ের মাধ্যমে স্থানান্তরের অধিকার অন্তর্ভুক্ত। বিক্রয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ বিতরণের পদ্ধতি ধারা ১৩(৭) - অন্যথায় চুক্তির অনুপস্থিতিতে, এই ধরনের আয় সুরক্ষিত ঋণদাতা দ্বারা ট্রাস্টে রাখা হয় এবং প্রথমে বিক্রয় সম্পর্কিত খরচ, চার্জ এবং ব্যয়ের পেমেন্টের জন্য প্রয়োগ করা হয়; দ্বিতীয়ত, সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়ার জন্য; এবং সবশেষে, অবশিষ্ট অর্থের অধিকারী কোনো ব্যক্তির জন্য।

আপিলের নিষ্পত্তি করে, আদালত

স্থির করে: ১. মহারাষ্ট্র সমবায় সমিতি আইন, ১৯৬০-এর ধারা ১৬৭ সমিতি আইনের অধীনে নিবন্ধিত সমিতিগুলির উপর প্রযোজ্যতার উপর একটি স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা তৈরি করে। যেহেতু কারখানাটি উক্ত আইনের অধীনে নিবন্ধিত একটি সমবায় সমিতি ছিল, তাই ধারা ১৬৭ যথাযথভাবে প্রযোজ্য, এবং হাইকোর্ট কোম্পানি আইনের ধারা ৫২৯ক-এর উপর নির্ভর করে গুরুতর ত্রুটি করেছে। সুতরাং, কর্মচারীরা কারখানার অন্যান্য সমস্ত ঋণের উপর অগ্রাধিকার দাবি করার জন্য কোম্পানি আইনের ধারা ৫২৯ক ব্যবহার করতে পারে না। [অনুচ্ছেদ ৭, ৮][৪৯৬-ডি]

২.১ কর্মচারীদের বকেয়া ভূমি রাজস্বের বকেয়া হিসাবে আদায়যোগ্য হওয়ার কারণে অন্যান্য দাবির উপর অগ্রাধিকার নিতে পারে কিনা।

এমআরটিইউ এবং পিইউএলপি আইনের ধারা ৫০ এবং ভূমি রাজস্ব কোডের ধারা ১৬৯ থেকে স্পষ্ট যে, এমআরটিইউ এবং পিইউএলপি আইনের অধ্যায় ষষ্ঠের অধীনে আদালত কর্তৃক আদেশপ্রাপ্ত কর্মচারীদের পাওনা ভূমি রাজস্বের বকেয়া আদায়ের মতোই আদায়যোগ্য।

ভূমি রাজস্বের বকেয়া হিসাবে জমির কারণে বকেয়া এবং ভূমি রাজস্বের বকেয়ার মতো একই পদ্ধতিতে আদায়যোগ্য অন্যান্য পরিমাণের মধ্যে একটি বস্তুগত পার্থক্য রয়েছে। ধারা ১৬৯(১) পূর্ববর্তী বিভাগের সাথে সম্পর্কিত এবং অন্যান্য সমস্ত দাবির উপর জমির উপর একটি প্রধান চার্জ তৈরি করে। অন্যদিকে, ধারা ১৬৯(২) পরবর্তী বিভাগের সাথে সম্পর্কিত এবং শুধুমাত্র অসুরক্ষিত দাবিগুলির উপর অগ্রাধিকার দেয়। [অনুচ্ছেদ ৯, ১০, ১০.১][৪৯৬-ই; ৪৯৭-ডি, এফ-জি]

২.২ এই মামলার ক্ষেত্রে, এমআরটিইউ এবং পিইউএলপি আইনের ৫০ ধারার অধীনে জারি করা পুনরুদ্ধার শংসাপত্রটি শুধুমাত্র কর্মচারীদের বকেয়া ভূমি রাজস্বের বকেয়া হিসাবে আদায়যোগ্য করে তোলে। সুতরাং, কর্মচারীদের বকেয়া ধারা ১৬৯(২)-এর অধীনে আসা দাবিগুলির বিভাগের অধীনে পড়বে এবং শুধুমাত্র অসুরক্ষিত দাবিগুলির উপর অগ্রাধিকার নিতে পারে। তদুপরি, শুধুমাত্র স্পষ্টভাবে তৈরি কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য আইনের অধীনে প্রথম চার্জগুলি সারফেইসি আইনের অধীনে সুরক্ষিত ঋণদাতাদের দাবির উপর প্রাধান্য পায়। এমআরটিইউ এবং পিইউএলপি আইনের ৫০ ধারাটিকে ভূমি রাজস্বের বকেয়া হিসাবে পুনরুদ্ধারের জন্য প্রদান করা যথেষ্ট নয়, এটি স্পষ্টভাবে কর্মচারীদের বকেয়াকে 'প্রথম চার্জ' হিসাবে তৈরি না করে, এটি বলা যাবে না যে এই ধরনের বকেয়াগুলির আপীলকারী-ব্যাঙ্কের দাবির উপর অগ্রাধিকার রয়েছে, যা একটি সুরক্ষিত ঋণদাতা। সুতরাং, ভূমি রাজস্ব কোড এবং এমআরটিইউ এবং পিইউএলপি আইনের অধীনে, কর্মচারীদের বকেয়া ব্যাঙ্কের দাবির উপর অগ্রাধিকার দাবি করতে পারে না। তবে, এর অর্থ এই নয় যে আপীলকারী-ব্যাঙ্ক স্বয়ংক্রিয়ভাবে সুরক্ষিত সম্পদের বিক্রয় থেকে প্রাপ্ত আয়ের উপর একটি প্রধান চার্জ পাবে। সারফেইসি আইনের প্রকল্পের অধীনে, এমন কিছু নেই যা ব্যাঙ্ক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং অন্য সুরক্ষিত ঋণদাতাদের পক্ষে অন্য কোনও আইনের অধীনে বিশেষভাবে তৈরি প্রথম চার্জের বিরুদ্ধে অগ্রাধিকার দেখায়। [অনুচ্ছেদ ১০.৩, ১০.৪ এবং ১১] [৪৯৯-ডি-এফ]

৩.১ সুরক্ষিত সম্পদের বিক্রয় থেকে প্রাপ্ত অর্থ বিতরণের পদ্ধতি। সুরক্ষিত সম্পদ এবং আর্থিক সম্পদের পুনর্গঠন এবং নিরাপত্তা স্বার্থ প্রয়োগ আইন, ২০০২-এর ধারা ১৩(৪) একজন সুরক্ষিত ঋণদাতাকে ঋণখেলাপী ঋণগ্রহীতার সুরক্ষিত সম্পদের দখল নেওয়ার অনুমতি দেয়, যার মধ্যে বিক্রয়ের মাধ্যমে স্থানান্তরের অধিকার অন্তর্ভুক্ত। এই ধরনের বিক্রয় থেকে প্রাপ্ত আয়ের সাথে কী করা যেতে পারে তা ধারা ১৩(৭)-এর অধীনে প্রদান করা হয়েছে। বিপরীত কোন চুক্তি না থাকলে, এই ধরনের অর্থ সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে ট্রাস্টে রাখা হয় এবং প্রথমে বিক্রয়ের সাথে সম্পর্কিত খরচ, চার্জ এবং ব্যয় পরিশোধের জন্য ব্যয় করতে হবে; দ্বিতীয়ত, সুরক্ষিত পাওনাদারের পাওনা পরিশোধের জন্য; এবং অবশেষে, অবশিষ্ট অর্থের অধিকারী যেকোনো ব্যক্তির জন্য।

মহারাষ্ট্র স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড বনাম ৪৮৯

বাবুলাল লেড

বর্তমান মামলার ঘটনাগুলিতে, সারফেইসি আইনের ধারা ১৩(৪)-এর অধীনে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করে, আপীলকারী-ব্যাঙ্ক ১৩.০৬.২০০৯ তারিখে কারখানাটির সম্পত্তির দখল নিয়েছিল। পরবর্তীকালে, ০৮.০৩.২০১০ তারিখে বিক্রয় পত্রের মাধ্যমে, আপীলকারী-ব্যাঙ্ক মোট ১৪.১০ কোটি টাকার বিনিময়ে মেসার্স ভিদার্ভ রিয়েলটিস প্রাইভেট লিমিটেডকে উক্ত সম্পত্তি বিক্রির প্রস্তাব দেয়। উল্লেখযোগ্যভাবে, এই চিঠিতে বলা হয়েছে যে আপীলকারী-ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের বকেয়া এবং সংবিধিবদ্ধ দায় সহ অন্যান্য সমস্ত দায়ভার গ্রহণ করবে এবং ক্রেতার উপর বর্তাবে। ১৪.১০.২০১০ তারিখে মেসার্স ওয়াইনাগঙ্গা সুগার অ্যান্ড পাওয়ার লিমিটেডের পক্ষে আপীলকারী-ব্যাঙ্ক কর্তৃক সম্পত্তি বিক্রয়ের রেকর্ডিং করে একটি বিক্রয় শংসাপত্র দ্বারা এই চিঠিটি অনুসরণ করা হয়েছিল। ০৮.০৩.২০১০ তারিখের বিক্রয় পত্রটি এই আদালত নির্ভর করতে পারে। আপীলকারীর যুক্তি যে ০৮.০৩.২০১০ তারিখের বিক্রয় পত্রটি ১৪.১০.২০১০ তারিখের বিক্রয় শংসাপত্রে উল্লিখিত কোম্পানির চেয়ে ভিন্ন সত্তার উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল, তা গ্রহণ করা যায় না। কারণ ০৮.০৩.২০১০ তারিখের বিক্রয় পত্রে ঠিকানাকারী মেসার্স ভিদার্ভ রিয়েলটিস প্রাইভেট লিমিটেডকে মেসার্স ওয়াইনাগঙ্গা সুগার অ্যান্ড পাওয়ার প্রাইভেট লিমিটেড হিসাবে পুনঃনামকরণ করা হয়েছে। পরবর্তীকালে, মেসার্স ওয়াইনাগঙ্গা সুগার অ্যান্ড পাওয়ার প্রাইভেট লিমিটেডকে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত করা হয় এবং এর নাম পরিবর্তন করে মেসার্স ওয়াইনাগঙ্গা সুগার অ্যান্ড পাওয়ার লিমিটেড করা হয়, যা বিক্রয় শংসাপত্রে নির্দেশিত ক্রেতার নামও। ২০১০ সালের মার্চ এবং সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে এই অন্তর্বর্তীকালীন ঘটনাগুলি ব্যাখ্যা করে যে কেন ০৮.০৩.২০১০ তারিখের বিক্রয় পত্র এবং ১৪.১০.২০১০ তারিখে জারি করা চূড়ান্ত বিক্রয় শংসাপত্র বিভিন্ন নাম প্রতিফলিত করে। যাইহোক, যেহেতু এটি কোম্পানির নামের পরিবর্তনের একটি ঘটনা, তাই দুটি সত্তা একই এবং পরবর্তী ক্রেতা, প্রতিপক্ষ নং ৫ (ওয়াইনাগঙ্গা সুগার অ্যান্ড পাওয়ার লিমিটেডের উত্তরসূরি) ০৮.০৩.২০১০ তারিখের বিক্রয় পত্রের শর্তাবলীর দ্বারা আবদ্ধ হবে। [অনুচ্ছেদ ১১, ১২, ১৩, ১৩.১][৫০০-ডি; ৫০১-বি-এইচ; ৫০২-এ-বি]

৩.২ অধিকন্তু, এটা বলা যাবে না যে ০৮.০৩.২০১০ তারিখের বিক্রয় পত্রটি একটি বহিরাগত নথি এবং বিক্রয় শংসাপত্রের ব্যাখ্যার জন্য এর উপর নির্ভর করা যাবে না।

এটি এই কারণে যে বিক্রয় শংসাপত্রটি বিশেষভাবে বিক্রয় পত্রটিকে উল্লেখ করে এই বিধানের মাধ্যমে যে ক্রেতা সম্পত্তিটির উপর বর্তমানে থাকা "সমস্ত বোঝা" গ্রহণ করে এবং ভবিষ্যতে উদ্ভূত হতে পারে এবং ক্রেতা কর্তৃক গৃহীত বিক্রয় পত্র অনুসারে একই অর্থ প্রদান করতে সম্মত হয়। এই শব্দচয়ন অনুসারে, পক্ষগুলি ০৮.০৩.২০১০ তারিখের বিক্রয় পত্রটিকে বিক্রয় শংসাপত্রের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে পড়ার উদ্দেশ্যে করেছিল, কারণ এটি বিক্রয় শংসাপত্রের একটি অংশ বলে মনে হয়। ১৪.১০.২০১০ তারিখের বিক্রয় শংসাপত্র এবং ০৮.০৩.২০১০ তারিখের বিক্রয় পত্রের একটি যৌগিক পাঠ নেওয়া হলে, এটি প্রকাশ পায় যে ক্রেতা সম্পত্তিটির উপর সমস্ত বোঝা গ্রহণ করেছে, তবে আপীলকারী-ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রদত্ত নির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি অনুসারে কর্মচারীদের বকেয়া এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল না। যেহেতু শংসাপত্রটি সরাসরি পূর্ববর্তী বিক্রয় পত্রটিকে উল্লেখ করে, তাই এর শর্তাবলী কার্যকর করা অপরিহার্য। সুতরাং, এটি উপসংহারে পৌঁছানো যেতে পারে যে পক্ষগুলি ব্যাঙ্ক কর্তৃক কর্মচারীদের বকেয়া পরিশোধ এবং পরবর্তী ক্রেতা কর্তৃক অন্যান্য দায়, যার মধ্যে সংবিধিবদ্ধ দায় অন্তর্ভুক্ত, নিষ্পত্তির জন্য সম্মত হয়েছিল। এই আলোকে, এটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে বিক্রয় শংসাপত্র এবং বিক্রয় পত্র একটি চুক্তি গঠন করে। [অনুচ্ছেদ ১৩.২][৫০২-সি-ই]

৪.১ সারফেইসি আইনের ধারা ১৩(৭) এর অধীনে বিক্রয় আয়ের বিতরণের পরিকল্পনা। সারফেইসি আইনের ধারা ১৩(৭) সেই পদ্ধতি নির্ধারণ করে যার মাধ্যমে সুরক্ষিত ঋণদাতা কর্তৃক ধারা ১৩(৪) এর অধীনে তার পদক্ষেপের ভিত্তিতে প্রাপ্ত অর্থ বিতরণ করা হবে। তবে, এই ধরনের বিতরণের পদ্ধতি শুধুমাত্র অন্যথায় চুক্তির অনুপস্থিতিতে প্রযোজ্য। এই মামলায়, বিক্রয় শংসাপত্র এবং বিক্রয় পত্র একটি চুক্তি গঠন করে, যার সম্মিলিত প্রভাব হল আপীলকারী-ব্যাঙ্ক কর্তৃক শুধুমাত্র কর্মচারীদের বকেয়া নিষ্পত্তি করা হবে এবং অন্যান্য সমস্ত দায় পরবর্তী ক্রেতা কর্তৃক নিষ্পত্তি করা হবে। সুতরাং, এটি বলা যেতে পারে যে পক্ষগুলির মধ্যে চুক্তিটি ধারা ১৩(৭)-এর অধীনে নির্ধারিত বিতরণের পদ্ধতি থেকে ভিন্ন, যা অবশ্যই কার্যকর করা উচিত, একটি চুক্তি গঠন করে। [অনুচ্ছেদ ১৩.৩][৫০২-এফ-এইচ; ৫০৩-এ]

৪.২ হাইকোর্টের সামনে তাদের পাল্টা হলফনামায় আপিলকারী-ব্যাংক যে স্পষ্টীকরণ দিয়েছে যে ০৮.০৩.২০১০ তারিখের বিক্রয়পত্রের মাধ্যমে তারা কেবল কর্মচারীদের ভবিষ্য তহবিল প্রদানের দায় স্বীকার করেছে, তা টেকসই নয়।

মহারাষ্ট্র স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড বনাম ৪৯১

বাবুলাল লেড

এই স্পষ্টীকরণটি আপীলকারী কর্তৃক তার দায় এড়ানোর একটি পরবর্তী প্রচেষ্টা মাত্র। যদি আপীলকারী প্রকৃতপক্ষে তার দায়কে প্রভিডেন্ট ফান্ড প্রদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ করতে চেয়ে থাকে, তবে এটি বিক্রয় পত্রে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করত, যা আপীলকারী এবং ক্রেতার মধ্যে বিক্রয়ের শর্তাবলী স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করে। এই চুক্তিতে প্রবেশের সময়, আপীলকারী-ব্যাঙ্ক শিল্প আদালতের আদেশ অনুসারে কারখানার কর্মচারীদের বকেয়া বেতন সম্পর্কে অবগত ছিল। সুতরাং, এটি বলা যায় না যে আপীলকারী-ব্যাঙ্ক "কর্মচারীদের বকেয়া" শব্দটি ব্যবহার করে কেবল প্রভিডেন্ট ফান্ড বকেয়া প্রদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে সম্মত হয়েছিল। সুতরাং, ঘটনা অনুসারে, সারফেইসি আইনের ধারা ১৩(৭)-এর শর্তাবলী অনুসারে, আপীলকারী-ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রাপ্ত অর্থের বিতরণ প্রতিপক্ষ নং ৫-এর সাথে করা চুক্তি অনুসারে হওয়া উচিত। অন্য কথায়, আপীলকারী-ব্যাঙ্ক ০৮.০৩.২০১০ তারিখের বিক্রয় পত্রে তার অঙ্গীকার অনুসারে কর্মচারীদের বকেয়া পরিশোধ করতে বাধ্য। তবে, অন্যান্য সমস্ত দায়, যার মধ্যে সংবিধিবদ্ধ দায় অন্তর্ভুক্ত, পরবর্তী ক্রেতা কর্তৃক বহন করার জন্য সম্মত হওয়ার কারণে, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, বোনাস ইত্যাদি সম্পর্কিত সংবিধিবদ্ধ দায় প্রতিপক্ষ নং ৫-কে বহন করতে হবে। আপীলকারী-ব্যাঙ্ক কর্তৃক তার দায়কে প্রভিডেন্ট ফান্ড প্রদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ করার জন্য বিক্রয় পত্রের পরিধি ব্যাখ্যা করার একটি পরবর্তী প্রচেষ্টা কার্যকর করা যাবে না। [অনুচ্ছেদ ১৩.৪ এবং ১৩.৫][৫০৩-বি-এফ]

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বনাম কেরালা রাজ্য (২০০৯) ৪ এসসিসি ৯৪ : [২০০৯] ৩ এসসিআর ৭৩৫ - নির্ভর করা হয়েছে।

এসআইসিওএম লিমিটেড বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য এবং অন্যান্য, (২০১০) ৬ বোম্বার সিআর ৭৪৯; সিটি কো-অপ ক্রেডিট অ্যান্ড ক্যাপিটাল লিমিটেড এবং অন্যান্য বনাম সাতভিক ইলেকট্রিক কন্ট্রোল প্রাইভেট লিমিটেডের অফিসিয়াল লিকুইডেটর, (২০১৯) ৪ বোম্বার সিআর ২৭৪ - অনুমোদিত।

বিল্ডার্স সাপ্লাই কর্পোরেশন বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া এআইআর ১৯৬৫ এসসি ১০৬১ : [১৯৬৫] এসসিআর ২৮৯ - উল্লেখ করা হয়েছে।

<u>মামলা প্রসঙ্গ</u>

(২০১০) ৬ বোম্ সিআর ৭৪৯	অনুমোদিত	অনুচ্ছেদ ১০.১
[১৯৬৫] এসসিআর ২৮৯	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১০.২

(২০১৯) ৪ বোম্ সিআর ২৭৪	অনুমোদিত	অনুচ্ছেদ ১০.২
[২০০৯] ৩ এসসিআর ৭৩৫	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১০.৪

দেওয়ানী আপিল এখতিয়ার: দেওয়ানী আপিল নং ২২২/২০১৬।

বম্বে হাইকোর্টের নাগপুর বেঞ্চের বিচারিক আদালত কর্তৃক ০১.১২.২০১৫ তারিখে প্রদত্ত রায় ও আদেশ থেকে।

নাগপুরে রিট পিটিশন নং ৩৮৭৯ অফ ২০১২।

বি.এস. পাতিল, প্রবীণ আইনজীবী, এম.ওয়াই. দেশমুখ, এম.এস. মনজিৎ কিরপাল, চিন্ময় দেশপান্ডে, গীত আহুজা, আপীলকারীর পক্ষে আইনজীবী।

ড. মণীশ সিংভি, প্রবীণ আইনজীবী, ধর্মেন্দ্র কুমার সিনহা, এম.এস. শ্বেতা স্যান্ড, অর্পিত প্রকাশ, প্রকাশ মেঘে, সত্যজিৎ এ. দেসাই, এম.এস. লক্ষ্মী মালেওয়ার, এম.এস. অনঘা এস. দেসাই, রাহুল চিটনিস, আদিত্য এ. পান্ডে, চন্দর শেখর আশ্রি, প্রতিপক্ষের পক্ষে আইনজীবী।

আদালতের রায় প্রদান করেন **মোহন এম. শান্তনাগৌদার, বিচারপতি।**

১. এই আপিলটি বম্বে হাইকোর্টের নাগপুর বেঞ্চ কর্তৃক ডব্লিউ.পি. নং ৩৮৭৯/২০১২-এ প্রদত্ত ০১.১২.২০১৫ তারিখের রায়ের বিরুদ্ধে উত্থাপিত। উক্ত বিতর্কিত রায়ের মাধ্যমে, মাননীয় হাইকোর্ট ভান্ডারা, শিল্প আদালত কর্তৃক ০৮.০৮.২০১১ তারিখে প্রদত্ত আদেশ সংশোধন করে এখানে আপীলকারীর বিরুদ্ধে একটি পুনরুদ্ধার শংসাপত্র জারির নির্দেশ দিয়েছে।

২. এই আপিল উত্থাপনের সংক্ষিপ্ত ঘটনাগুলি নিম্নরূপ:

২.১ মহারাষ্ট্র সমবায় সমিতি আইন, ১৯৬০ (এরপর 'সমিতি আইন' নামে পরিচিত) এর অধীনে নিবন্ধিত। এখানে প্রতিপক্ষ নং ৬, ওয়াইনাগাঙ্গা সাহাকারি কারখানা লিমিটেড (এরপর 'কারখানা' নামে পরিচিত) আপীলকারী-ব্যাঙ্ক থেকে ক্রেডিট সুবিধা পেয়েছে এবং বিনিময়ে তার সম্পত্তি বন্ধক রেখেছে। ঋণের পরিশোধে ব্যর্থ হলে, আপীলকারী-ব্যাঙ্ক সিকিউরিটিজেশন এবং আর্থিক সম্পদের পুনর্গঠন এবং নিরাপত্তা স্বার্থ প্রয়োগ আইন, ২০০২ (এরপর 'সারফেইসি আইন' নামে পরিচিত) এর অধীনে ১০.০২.২০০৫ তারিখে ধারা ১৩(২) এর অধীনে একটি নোটিশ জারি করে কার্যক্রম শুরু করে। পরে, ১৩.০৬.২০০৫ তারিখে, আপীলকারী-ব্যাঙ্ক সারফেইসি আইনের ধারা ১৩(৪) অনুযায়ী কারখানার বন্ধককৃত সম্পত্তির শারীরিক দখল নেয়।

মহারাষ্ট্র স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড বনাম ৪৯৩

বাবুলাল লেড [মোহন এম. শান্তনগৌদার বিচারপতি]

২.২ তার দুর্বল আর্থিক অবস্থার কারণে, ২৪.০১.২০০৬ তারিখে কারখানা তার কর্মচারীদের বিনা বেতনে ২৪.০২.২০০৬ থেকে ছুটিতে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে একটি নোটিশ জারি করে। কারখানা কর্মচারীদের প্রতিনিধিদের (প্রতিপক্ষ নং ১ থেকে ৩ পর্যন্ত) দ্বারা এটি ইউএলপিএ নং ৬৫/২০০৬-এ ধারা ২৮ এর অধীনে এবং মহারাষ্ট্র ট্রেড ইউনিয়নগুলির স্বীকৃতি এবং বেআইনী শ্রম অনুশীলন প্রতিরোধ আইন, ১৯৭১ (এরপর 'এমআরটিইউ এবং পিইউএলপি আইন' নামে পরিচিত) এর চতুর্থ তফসিলের ৯ এবং ১০ ধারা অনুসারে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল। ২৪.০৮.২০০৬ তারিখের আদেশ অনুসারে, শিল্প আদালত নোটিশটি বাতিল করে এবং ঘোষণা করে যে এটি একটি বেআইনী শ্রম অনুশীলন। আরও উল্লেখ করে যে কারখানাটি ২০০৩ সালের জুলাই থেকে তার কর্মচারীদের বেতন পরিশোধ করেনি, শিল্প আদালত কারখানাকে তার উপলব্ধ তহবিল থেকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বকেয়া বেতন পরিশোধ করার নির্দেশ দেয়।

২.৩ এই আদেশের ভিত্তিতে, প্রতিপক্ষ নং ১ থেকে ৩ ইউএলপিএ নং ৫/২০০৭-এ একটি বিবিধ আবেদন দায়ের করে, এমআরটিইউ এবং পিইউএলপি আইনের ৫০ ধারার অধীনে কারখানার বিরুদ্ধে এবং এর ম্যানেজিং ডিরেক্টরের (এখানে প্রতিপক্ষ নং ৪) বিরুদ্ধে একটি পুনরুদ্ধার শংসাপত্র জারির জন্য। উল্লেখ্য যে, এই কার্যধারায় আপীলকারীকে প্রথমবার একটি পক্ষ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। ২৪.০৪.২০০৭ তারিখের আদেশ অনুসারে, শিল্প আদালত কারখানার কর্মচারীদের বকেয়া বেতনের জন্য আপীলকারী-ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে পুনরুদ্ধার শংসাপত্র জারি করতে অস্বীকার করে। এটি কারখানার দুর্বল আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করে কারখানার এবং এর ম্যানেজিং ডিরেক্টরের বিরুদ্ধে এই ধরনের শংসাপত্র জারি করতেও অস্বীকার করে। তবে, শিল্প আদালত কারখানাকে উপলব্ধ তহবিল থেকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কর্মচারীদের বকেয়া বেতন পরিশোধ করার নির্দেশ দেয়।

২.৪ বম্বে হাইকোর্টে ডব্লিউ.পি. নং ৪৭৪৬/২০০৭-এ এই আদেশের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জের ভিত্তিতে, ১২.০৭.২০১০ তারিখে আদালত রায় দেয় যে, পুনরুদ্ধার শুধুমাত্র কারখানার বিরুদ্ধে জারি করা যেতে পারে, আপীলকারী-ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে নয়, কারণ ব্যাঙ্ক এবং কর্মচারীদের মধ্যে কোনও নিয়োগকর্তা-কর্মচারী সম্পর্ক ছিল না। আরও রায় দেওয়া হয় যে, শিল্প আদালত কারখানার তহবিলের অপ্রাপ্যতা উল্লেখ করে পুনরুদ্ধার শংসাপত্র মঞ্জুর করতে অস্বীকার করে ভুল করেছে, কারণ এই ধরনের শংসাপত্র মঞ্জুর করার প্রাসঙ্গিক বিবেচনা হল আবেদনকারীদের অধিকার এবং নিয়োগকর্তার আর্থিক অবস্থা নয়। এই মতামত অনুসারে, হাইকোর্ট কারখানার এবং এর ম্যানেজিং ডিরেক্টরের বিরুদ্ধে পুনরুদ্ধার শংসাপত্র জারির নির্দেশ দেয়। এই নির্দেশ অনুসারে, শিল্প আদালত, ০৮.০৮.২০১১ তারিখের আদেশে, কারখানা এবং এর ব্যবস্থাপনা পরিচালকের বিরুদ্ধে ১৩,৮৯,৮৪,৩৩৪ টাকার পুনরুদ্ধার শংসাপত্র জারি করে ইউএলপিএ নং ৫/২০০৭ নিষ্পত্তি করে।

তবে, আপীলকারী-ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে একটি পুনরুদ্ধার শংসাপত্র জারির আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল।

২.৫ অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে, ২৬.০৮.২০১০ তারিখে, কারখানার সংযুক্ত সম্পত্তিগুলির মধ্যে একটি আপীলকারী-ব্যাঙ্ক কর্তৃক পুর্তি পাওয়ার অ্যান্ড সুগার লিমিটেড (এখানে প্রতিপক্ষ নং ৫) এর কাছে নিলাম করা হয় এবং বিক্রি করা হয়। এই বিক্রয়ের শর্তাবলী অনুসারে, ক্রেতা বিক্রয় পত্রে সম্মত সম্পত্তিটির উপর সমস্ত বোঝা গ্রহণ করেছে। এটি পাওয়া গেছে যে এই বিক্রয় থেকে প্রাপ্ত আয় আপীলকারী-ব্যাঙ্ক কারখানা থেকে পাওনা অর্থের দিকে বরাদ্দ করেছে।

২.৬ একই সময়ে, আপীলকারীর বিরুদ্ধে পুনরুদ্ধার শংসাপত্র জারি না হওয়ায় ক্ষুব্ধ হয়ে, প্রতিপক্ষ নং ১ থেকে ৩ ডব্লিউ.পি. নং ৩৮৭৯/২০১২ দায়ের করে। এই রিট পিটিশনের বিচারাধীন থাকাকালীন, ১৯.০১.২০১৩ তারিখে, সমিতি আইনের অধীনে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কারখানাটির অবসায়নের নির্দেশ দিয়ে একটি আদেশ জারি করা হয়েছিল। অবশেষে, ডব্লিউ.পি. নং ৩৮৭৯/২০১২-এ ০২.১২.২০১৫ তারিখে বিতর্কিত রায়ের মাধ্যমে, হাইকোর্ট পর্যবেক্ষণ করে যে এমআরটিইউ এবং পিইউএলপি আইনের ধারা ৫০ এর অধীনে, পুনরুদ্ধার শংসাপত্রটি কারখানা এবং এর ম্যানেজিং ডিরেক্টরের কাছ থেকে অর্থ পুনরুদ্ধারের জন্য কালেক্টরের কাছে জারি করা উচিত। সুতরাং, শিল্প আদালতের ০৮.০৮.২০১১ তারিখের আদেশটি এই পরিমাণে সংশোধন করা হয়েছিল যাতে স্পষ্ট করা যায় যে শংসাপত্রটি প্রথমে কালেক্টরের কাছে জারি করা হবে, যিনি পুনরুদ্ধার শংসাপত্র অনুসারে অর্থ পুনরুদ্ধার করবেন। সংযুক্ত সম্পত্তির নিলাম থেকে প্রাপ্ত আয় থেকে কালেক্টর এই ধরনের পুনরুদ্ধার কার্যকর করতে পারবে কিনা এই প্রশ্নের উপর, এটি রায় দেওয়া হয়েছিল যে নিলাম বিক্রয়ের পরে, আপীলকারী-ব্যাঙ্ক সারফেইসি আইনের ধারা ১৩(৭) অনুসারে ট্রাস্ট হিসাবে আয় ধরে রেখেছিল এবং এর উপর প্রথম চার্জ ছিল না। আরও রায় দেওয়া হয়েছিল যে ১৯.০১.২০১৩ তারিখে কারখানার অবসায়নের পরে, কোম্পানি আইন, ১৯৫৬ (এরপর 'কোম্পানি আইন' নামে পরিচিত) এর ধারা ৫২৯ক কার্যকর হয়েছিল, যার ফলে বিক্রয় আয়ের ক্ষেত্রে কর্মচারীদের বকেয়া অন্যান্য সমস্ত বকেয়ার উপর অগ্রাধিকার পায়। এই আলোকে, এটি রায় দেওয়া হয়েছিল যে কালেক্টর আপীলকারী-ব্যাঙ্ক কর্তৃক ট্রাস্ট হিসাবে রাখা ১৩,৮৯,৮৪,৩৩৪ টাকার বিক্রয় আয় পুনরুদ্ধার করতে পারে। এই আদেশের বিরুদ্ধেই বর্তমান আপিলটি দায়ের করা হয়েছে।

৩. উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর বক্তব্য শোনা হয়েছে।

৪. আপিলকারীর পক্ষে একজন বিজ্ঞ সিনিয়র আইনজীবী যুক্তি দিয়েছিলেন যে হাইকোর্ট কোম্পানি আইনের ৫২৯ক ধারা প্রয়োগে ভুল করেছেন, কারণ সোসাইটি আইনের ১৬৭ ধারা বিশেষভাবে সমবায় সমিতিগুলিতে কোম্পানি আইন প্রয়োগ নিষিদ্ধ করে, যেমনটি এখানে কারখানার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

তিনি যুক্তি দেন যে, কোম্পানি আইনের ৫২৯ক ধারা এখানে ভুলভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। তিনি আরও যুক্তি দেন যে, সার্ফেইসি আইনের ১৩(৯) ধারার শর্তানুসারে, সুরক্ষিত সম্পদের বিক্রয়ের সময় কোম্পানি "অবসায়ন"-এর অধীনে ছিল না। কারখানাটি ২০১০ সালে তার সম্পত্তি বিক্রি করার পর ২০১৩ সালের ১৯ জানুয়ারি অবসায়নের অধীনে যায়। তাই, তিনি যুক্তি দেন যে, বিধানটি ভুলভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে, তিনি আরও যুক্তি দেন যে, এমন কোনো বিধান নেই যা কর্মচারীদের বকেয়াকে একটি প্রধান পাওনা হিসাবে গণ্য করে এবং আপিলকারী-ব্যাংক, একজন প্রধান ঋণদাতা হওয়ায়, সার্ফেইসি আইনের ১৩(৭) ধারা অনুসারে নিলাম বিক্রয়ের আয় থেকে অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত। তিনি আরও যুক্তি দেন যে, আপিলকারী-ব্যাংক এবং উক্ত কর্মচারীদের মধ্যে কোনো নিয়োগকর্তা-কর্মচারী সম্পর্ক না থাকায় বকেয়া বেতনের দাবি আপিলকারীর বিরুদ্ধে করা যায় না।

৫. অন্যদিকে, ১ নং এবং ৩ নং উত্তরদাতার বিজ্ঞ সিনিয়র আইনজীবী এমআরটিইউ ও পিইউএলপি আইনের ৫০ ধারার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, যার অধীনে শিল্প আদালতের মাধ্যমে ০৮.০৮.২০১১ তারিখে পুনরুদ্ধার শংসাপত্র জারি করা হয়েছিল। তিনি উল্লেখ করেন যে, কর্মচারীদের বকেয়া রাজস্ব বকেয়ার মতোই পুনরুদ্ধারযোগ্য। বিজ্ঞ সিনিয়র আইনজীবী মহারাষ্ট্র ল্যান্ড রেভিনিউ কোড, ১৯৬৬ (পরবর্তীতে 'ল্যান্ড রেভিনিউ কোড' হিসাবে উল্লেখিত)-এর ১৬৯(১) ধারার উল্লেখ করেন। এর উপর নির্ভর করে, তিনি যুক্তি দেন যে, রাজস্ব বকেয়ার মতোই কর্মচারীদের বকেয়া নিলাম বিক্রয়ের আয় থেকে মেটানোর ক্ষেত্রে প্রধান অগ্রাধিকার পাবে।

৬. অতিরিক্তভাবে, ভাইনগাঙ্গা সাহাকারী সখার কারখানা মজদুর সংঘের (৮ নং উত্তরদাতা) আইনজীবী ০৮.০৩.২০১০ তারিখের বিক্রয় চিঠির উপর নির্ভর করেন, যা আপিলকারী-ব্যাংক কারখানা বিক্রির আগে জারি করেছিল। এই চিঠিতে, আপিলকারী-ব্যাংক জানিয়েছিল যে, তারা কর্মচারীদের বকেয়ার দায়ভার নেবে। এর পরিপ্রেক্ষিতে, যুক্তি দেওয়া হয় যে, কর্মচারীদের বকেয়ার প্রতি তাদের দায় থেকে আপিলকারী অব্যাহতি পেতে পারে না। পরবর্তী সম্পত্তি ক্রেতার (৫ নং উত্তরদাতা) বিজ্ঞ আইনজীবীও একইভাবে এই চিঠির উপর নির্ভর করে যুক্তি দেন যে, কর্মচারীদের বকেয়া পরিশোধের দায় আপিলকারীর উপর বর্তায়।

৭. উত্থাপিত যুক্তি এবং রেকর্ডে থাকা উপাদানের পরিপ্রেক্ষিতে, এই আপিলের বিবেচনার জন্য যে বিষয়টি উত্থাপিত হয় তা হল,

এই মামলার বাস্তবতায়, সরফেসি আইনের অধীনে কারখানার সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রয় থেকে প্রাপ্ত অর্থের ক্ষেত্রে সুরক্ষিত পাওনাদারের দাবির চেয়ে কর্মচারীদের পাওনা প্রাধান্য পেতে পারে কিনা।

৮. শুরুতে, আমরা আপিলকারীর বিজ্ঞ সিনিয়র আইনজীবীর উত্থাপিত যুক্তিতে সারবত্তা খুঁজে পাই যে, হাইকোর্ট এই মামলায় কোম্পানি আইনের ৫২৯এ ধারা প্রয়োগ করে ভুল করেছে। এই ক্ষেত্রে সোসাইটি আইনের ১৬৭ ধারা উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে:

"১৬৭. কোম্পানি আইন প্রযোজ্য নয় - সন্দেহের নিরসনের জন্য, এতদ্বারা ঘোষণা করা হচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ১৯৫৬ সোসাইটি আইনের অধীনে নিবন্ধিত বা নিবন্ধিত বলে গণ্য সোসাইটিগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।"

এটা স্পষ্ট যে, ১৬৭ ধারা সোসাইটি আইনের অধীনে নিবন্ধিত সোসাইটিগুলির ক্ষেত্রে কোম্পানি আইনের প্রযোজ্যতার উপর একটি স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা তৈরি করে। যেহেতু কারখানাটি উক্ত আইনের অধীনে নিবন্ধিত একটি সমবায় সমিতি ছিল, তাই আমরা দেখতে পাই যে, ১৬৭ ধারাটি সরাসরি প্রযোজ্য এবং হাইকোর্ট কোম্পানি আইনের ৫২৯এ ধারার উপর নির্ভর করে একটি গুরুতর ত্রুটি করেছে। সুতরাং, কর্মচারীরা কারখানার অন্যান্য ঋণের উপর অগ্রাধিকার দাবি করার জন্য ৫২৯এ ধারা ব্যবহার করতে পারে না।

৯. এই পটভূমির বিপরীতে, পরবর্তী প্রশ্নটি বিবেচনা করা উচিত যে, কর্মচারীদের বকেয়া রাজস্ব বকেয়ার মতো পুনরুদ্ধারযোগ্য হওয়ার কারণে অন্যান্য দাবির উপর অগ্রাধিকার নিতে পারে কিনা। এমআরটিইউ ও পিইউএলপি আইনের ৫০ ধারা এবং ল্যান্ড রেভিনিউ কোডের ১৬৯ ধারা এই বিষয়ে প্রাসঙ্গিক। এমআরটিইউ ও পিইউএলপি আইনের ৫০ ধারা নিম্নরূপ:

"৫০. নিয়োগকর্তার কাছ থেকে অর্থ পুনরুদ্ধার - যেখানে কোনো নিয়োগকর্তার কাছ থেকে কোনো কর্মচারীর কোনো অর্থ পাওনা থাকে, সেখানে কর্মচারী বা তার দ্বারা লিখিতভাবে অনুমোদিত অন্য কোনো ব্যক্তি, অথবা কর্মচারীর মৃত্যুর ক্ষেত্রে, তার মনোনীত ব্যক্তি বা উত্তরাধিকারী, পুনরুদ্ধারের অন্য কোনো পদ্ধতির প্রতি কোনো কুসংস্কার না রেখে, তার পাওনা অর্থ পুনরুদ্ধারের জন্য আদালতের কাছে আবেদন করতে পারে এবং আদালত যদি সন্তুষ্ট হয় যে, উক্ত অর্থ পাওনা, তবে আদালত কালেক্টরের কাছে একটি শংসাপত্র জারি করবে, যিনি রাজস্ব বকেয়ার মতো একই পদ্ধতিতে তা পুনরুদ্ধার করার জন্য অগ্রসর হবেন..."

মহারাষ্ট্র স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড বনাম ৪৯৭

বাবুলাল লেড [মোহন এম. শান্তনগৌদার বিচারপতি]

ল্যান্ড রেভিনিউ কোডের ১৬৯ ধারা এখানে পুনরুৎপাদন করা হলো:

"১৬৯. অন্যান্য সকলের উপর রাজ্য সরকারের দাবির অগ্রাধিকার - (১) জমির কারণে জমির রাজস্ব বকেয়া এবং তার প্রত্যেক অংশে একটি প্রধান চার্জ থাকবে এবং অন্য যেকোনো ঋণ, বিচার, ডিক্রি, নির্বাহ বা সংযুক্তি, অথবা অন্য যেকোনো উপায়ে, জমির উপর বা তার ধারকের উপর যেকোনো দাবি বা দাবির উপর অগ্রাধিকার থাকবে।

(২) এই অধ্যায়ের বিধান অনুসারে রাজস্ব দাবি হিসাবে পুনরুদ্ধারযোগ্য জমি রাজস্ব ছাড়া অন্য কোনো অর্থের উপর রাজ্য সরকারের দাবি, যেকোনো জমি বা তার ধারকের বিরুদ্ধে সমস্ত অসুরক্ষিত দাবির উপর অগ্রাধিকার পাবে।"

১০. এটি পাঠ করে স্পষ্ট যে, এমআরটিইউ ও পিইউএলপি আইনের ষষ্ঠ অধ্যায়ের অধীনে আদালতের মাধ্যমে করা কর্মচারীদের বকেয়া জমির রাজস্ব বকেয়ার মতোই পুনরুদ্ধারযোগ্য। ১ থেকে ৩ নং উত্তরদাতার বিজ্ঞ সিনিয়র আইনজীবী যুক্তি দেন যে, জমির রাজস্ব বকেয়ার মতো কর্মচারীদের বকেয়াকে ১৬৯(১) ধারা অনুসারে অন্যান্য সকল দাবির উপর প্রধান চার্জ হিসাবে বিবেচনা করা উচিত। জবাবে, আপিলকারীর বিজ্ঞ সিনিয়র আইনজীবী যুক্তি দেন যে, বর্তমান মামলাটি ল্যান্ড রেভিনিউ কোডের ১৬৯(২) ধারার অধীনে পড়ে, যা জমির রাজস্ব ছাড়া অন্য অর্থের সাথে সম্পর্কিত, যা রাজস্ব দাবি হিসাবে পুনরুদ্ধারযোগ্য। যেহেতু ১৬৯(২) ধারা শুধুমাত্র অসুরক্ষিত দাবির উপর অগ্রাধিকার দেয়, তাই তিনি যুক্তি দেন যে, সুরক্ষিত ঋণদাতা হওয়ায় আপিলকারীর দাবি জমির রাজস্ব বকেয়া হিসাবে কর্মচারীদের বকেয়ার উপর অগ্রাধিকার পাবে।

১০.১ এটা উপলব্ধি করা গুরুত্বপূর্ণ যে, জমির কারণে জমির রাজস্ব বকেয়া এবং জমির রাজস্ব হিসাবে পুনরুদ্ধারযোগ্য কিন্তু জমির কারণে নয় এমন অর্থের মধ্যে একটি বস্তুগত পার্থক্য রয়েছে। ল্যান্ড রেভিনিউ কোডের ১৬৯ ধারার উপধারা (১) এবং (২) ভালোভাবে পাঠ করলে বোঝা যায় যে, ১৬৯(১) ধারা পূর্বের শ্রেণীর দাবিগুলির সাথে সম্পর্কিত এবং জমির উপর অন্যান্য সমস্ত দাবির উপর একটি প্রধান চার্জ তৈরি করে। অন্যদিকে, ১৬৯(২) ধারা পরবর্তী শ্রেণীর সাথে সম্পর্কিত এবং শুধুমাত্র অসুরক্ষিত দাবির উপর অগ্রাধিকার দেয়।

১০.২ এই পার্থক্যটি শিকম লিমিটেড. বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য এবং আরেকজন, (২০১০) ৬ বোম সিআর ৭৪৯-তেও উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে

বোম্বে হাইকোর্টের একটি ডিভিশন বেঞ্চকে বিবেচনা করার জন্য বলা হয়েছিল যে অবসায়গ্রস্ত একটি কোম্পানির বিক্রয় কর বকেয়া, যা বম্বে বিক্রয় কর আইন, ১৯৫৯ এর ধারা ৩৮-খ এর অধীনে বকেয়া ভূমি রাজস্ব হিসাবে আদায়যোগ্য ছিল, একটি প্রথম চার্জ তৈরি করেছে কিনা। ল্যান্ড রেভিনিউ কোডের ১৬৯ ধারার স্কিম নিয়ে আলোচনার সময়, এই আদালতের ডিভিশন বেঞ্চ বিল্ডার্স সাপ্লাই কর্পোরেশন বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া, এআইআর ১৯৬৬ এসসি ১০৬১ মামলার সাংবিধানিক বেঞ্চের যুক্তির উপর ভিত্তি করে নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণ করে:

"১০. উপরে উদ্ধৃত বিধানগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ পাঠ দেখায় যে, মহারাষ্ট্র ল্যান্ড রেভিনিউ কোড সেই অর্থের মধ্যে একটি স্পষ্ট পার্থক্য তৈরি করে যা জমির রাজস্ব হিসাবে পুনরুদ্ধারযোগ্য এবং যা জমির রাজস্ব হিসাবে পুনরুদ্ধারযোগ্য। যা প্রধান চার্জ তৈরি করে তা হল জমির রাজস্বের পরিমাণ এবং জমির রাজস্ব হিসাবে পুনরুদ্ধারযোগ্য অর্থ নয়। বিল্ডার্স সাপ্লাই কর্পোরেশন মামলার সুপ্রিম কোর্টের সাংবিধানিক বেঞ্চ তার রায়ে, আমাদের মতে, অবস্থানটিকে একেবারে স্পষ্ট করেছে। বিল্ডার্স সাপ্লাই কর্পোরেশন মামলার নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণগুলি, আমাদের মতে, প্রাসঙ্গিক। সেগুলি নিম্নরূপ:-

"আমরা এই রায়ের উল্লেখ করেছি, কারণ এটি ৪৬(২) ধারার মাধ্যমে নির্ধারিত বিধানগুলির আসল চরিত্রকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরে। এটি কোনোভাবেই ক্রাউন ঋণের অগ্রাধিকারের মতবাদের সাথে সম্পর্কিত নয়; এটি শুধুমাত্র জমির রাজস্ব বকেয়া হিসাবে কর বকেয়া পুনরুদ্ধারের বিধান করে। এই বিধানগুলি কোনোভাবেই কর বকেয়াকে জমির রাজস্ব বকেয়াতে রূপান্তরিত করে না, বরং এটি শুধুমাত্র আয়কর কর্মকর্তার কাছ থেকে শংসাপত্র পাওয়ার পর কালেক্টরকে জমির রাজস্ব বকেয়া হিসাবে প্রশ্নযুক্ত বকেয়া পুনরুদ্ধার করতে হবে বলে নির্দেশ করে। আমরা আরও দেখেছি যে, ৪৬ ধারার উপ-ধারা (৩) এবং (৫) দ্বারা জমির রাজস্ব বকেয়া পুনরুদ্ধারের জন্য অন্যান্য প্রতিকার নির্ধারিত রয়েছে। কর পুনরুদ্ধারের জন্য বিধান তৈরি করার সময়, এটা বলা যায় না যে ৪৬ ধারা কোনোভাবেই করের অগ্রাধিকারের নীতির সাথে সম্পর্কিত বা প্রদান করে, তাই বর্তমান কার্যধারায় ৪৬ ধারা উক্ত মতবাদের প্রয়োগকে প্রতিস্থাপন করে এই যুক্তি মেনে নেওয়া অসম্ভব।"

(জোর প্রদান করা হয়েছে)

মহারাষ্ট্র স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড বনাম ৪৯৯

বাবুলাল লেড [মোহন এম. শান্তনগৌদার বিচারপতি]

ল্যান্ড রেভিনিউ কোডের ১৬৯ ধারার উপ-ধারা (১) এবং (২) এর পরিধির মধ্যে এই পার্থক্যটি সিটি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট অ্যান্ড ক্যাপিটাল লিমিটেড বনাম অফিসিয়াল লিকুইডেটর অফ সাতভিক ইলেকট্রিক কন্ট্রোলস প্রাইভেট লিমিটেড, (২০১৯) ৪ বোম সিআর ২৭৪ মামলায় বোম্বে হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ দ্বারা পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছিল।

১০.৩ যখন আমরা বর্তমান মামলার ঘটনাগুলির দিকে তাকাই, তখন দেখা যায় যে, এমআরটিইউ এবং পিইউএলপি আইনের ৫০ ধারার অধীনে জারি করা পুনরুদ্ধার শংসাপত্রটি শুধুমাত্র কর্মচারীদের বকেয়াকে জমির রাজস্ব বকেয়া হিসাবে পুনরুদ্ধারযোগ্য করে তোলে। সুতরাং, পূর্ববর্তী আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, এটা স্পষ্ট যে, এই ধরনের কর্মচারীদের বকেয়া ১৬৯(২) ধারার অধীনে দাবিকৃত দাবির শ্রেণীতে পড়বে এবং শুধুমাত্র অসুরক্ষিত দাবির উপর অগ্রাধিকার নিতে পারে।

১০.৪ উপরন্তু, এই আদালত সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া বনাম স্টেট অফ কেরালা, (২০০৯) ৪ এসসিসি ৯৪ মামলায়, স্পষ্টভাবে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের প্রথম চার্জ তৈরি করেছে, যা সার্ফেইসি আইনের অধীনে সুরক্ষিত ঋণদাতাদের দাবির উপর অগ্রাধিকার নিতে পারে। শুধুমাত্র জমির রাজস্ব বকেয়া হিসাবে বকেয়া পুনরুদ্ধারের জন্য বিধান করা যথেষ্ট নয়। যেহেতু এমআরটিইউ এবং পিইউএলপি আইনের ৫০ ধারা স্পষ্টভাবে কর্মচারীদের বকেয়াকে "প্রথম চার্জ" হিসাবে তৈরি করতে ব্যর্থ হয়েছে, তাই এটা বলা যায় না যে, এই ধরনের বকেয়া আপিলকারী-ব্যাংকের দাবির উপর অগ্রাধিকার পাবে, যা একজন সুরক্ষিত ঋণদাতা। সুতরাং, আমরা দেখতে পাই যে, ল্যান্ড রেভিনিউ কোড এবং এমআরটিইউ এবং পিইউএলপি আইনের অধীনে, কর্মচারীদের বকেয়া আপিলকারী-ব্যাংকের দাবির উপর অগ্রাধিকার দাবি করতে পারে না।

১১. যাইহোক, এর মানে এই নয় যে, আপিলকারী-ব্যাংক স্বয়ংক্রিয়ভাবে সুরক্ষিত সম্পদের বিক্রয় থেকে প্রাপ্ত আয়ের উপর একটি প্রধান চার্জ দাবি করতে পারে। সার্ফেইসি আইনের অধীনে, এমন কোনো বিধান নেই যা প্রথম চার্জের বিপরীতে আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য সুরক্ষিত ঋণদাতাদের অনুকূলে অগ্রাধিকার দেখায়, যা স্পষ্টভাবে অন্য কোনো আইনের অধীনে তৈরি করা হয়েছে। সেন্ট্রাল ব্যাংক (উপরে) মামলায় এই বিষয়টি সংক্ষেপে ধরা হয়েছে, যা নিম্নরূপ:

"১২৬. ডিআরটি আইন এবং সিকিউরিটাইজেশন আইন প্রণয়ন করার সময়, সংসদ এই আদালত কর্তৃক নির্ধারিত অগ্রাধিকারের আইন সম্পর্কে অবগত ছিল, যেখানে রাজ্যগুলির বকেয়ার অগ্রাধিকার স্বীকৃত ছিল। যদি সংসদ ঋণগ্রহীতার সম্পত্তির উপর ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা অন্যান্য সুরক্ষিত ঋণদাতাদের পক্ষে প্রথম চার্জ তৈরি করতে চাইত, তাহলে এটি কোম্পানি আইনের ধারা ৫২৯-ক বা

ইপিএফ আইনের ধারা ১১(২) এর মতো একটি বিধান অন্তর্ভুক্ত করত এবং নিশ্চিত করত যে ধারাবাহিক বিচারিক ঘোষণা সত্ত্বেও, বিক্রয় কর ইত্যাদির বকেয়া আদায়ের ক্ষেত্রে ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য সুরক্ষিত ঋণদাতাদের পাওনা রাজ্যের আইনগত প্রথম চার্জের চেয়ে অগ্রাধিকার পাবে। তবে, এই দুটি আইনের কোনোটিতেই এই ধরনের কোনো বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি, যদিও আদালত বা ট্রাইব্যুনালের হস্তক্ষেপ ছাড়াই সুরক্ষিত ঋণদাতাদের সুরক্ষিত সম্পদ দখল ও নিষ্পত্তি করার অসাধারণ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এই বাদ দেওয়ার কারণ সম্ভবত এই যে, নতুন আইনি ব্যবস্থায় বেসরকারি কোম্পানিগুলিতে সুরক্ষিত সম্পদের স্থানান্তর কল্পনা করা হয়েছে।"

সুতরাং, এমআরটিইউ এবং পিইউএলপি আইনের অধীনে কর্মচারীদের বকেয়ার অনুকূলে কোনো প্রধান চার্জ তৈরি না হলে, এটা বলা যায় না যে, আপিলকারী-ব্যাংক স্বয়ংক্রিয়ভাবে সার্ফেইসি আইনের অধীনে একটি প্রথম চার্জ পায়।

১২. এই পরিপ্রেক্ষিতে, বর্তমান মামলার জন্য যা প্রাসঙ্গিক তা হল, সার্ফেইসি আইনের ১৩ ধারার নিম্নলিখিত অংশগুলি সুরক্ষিত সম্পদের বিক্রয়ের মাধ্যমে সুরক্ষিত ঋণদাতা কর্তৃক প্রাপ্ত অর্থ বিতরণের পদ্ধতির সাথে সম্পর্কিত:

১৩. নিরাপত্তা স্বার্থের প্রয়োগ - (৪) যদি ঋণগ্রহীতা উপ-ধারা (২)-এ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তার দায় সম্পূর্ণভাবে পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়, তবে সুরক্ষিত ঋণদাতা তার সুরক্ষিত সম্পদ পুনরুদ্ধারের জন্য নিম্নলিখিত এক বা একাধিক পদক্ষেপ নিতে পারে, যথা:- (ক) ঋণগ্রহীতার সুরক্ষিত সম্পদের দখল নেওয়া, যার মধ্যে ইজারা, বরাদ্দ বা বিক্রয়ের মাধ্যমে হস্তান্তরের অধিকার অন্তর্ভুক্ত, সুরক্ষিত সম্পদ আদায় করার জন্য...

XXXX

(৭) যেখানে উপ-ধারা (৪)-এর বিধান অনুসারে কোনো ঋণগ্রহীতার বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, সেখানে সমস্ত খরচ, চার্জ এবং ব্যয়, যা সুরক্ষিত ঋণদাতার মতে, তার দ্বারা বা তার আনুষঙ্গিক কোনো ব্যয় বহন করা হয়েছে, ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে পুনরুদ্ধারযোগ্য হবে এবং সুরক্ষিত ঋণদাতা কর্তৃক প্রাপ্ত অর্থ, অন্য কোনো চুক্তির অনুপস্থিতিতে, তার দ্বারা প্রথমে এই ধরনের খরচ, চার্জ এবং ব্যয় পরিশোধের জন্য এবং দ্বিতীয়ত, সুরক্ষিত পাওনাদারের পাওনা পরিশোধের ক্ষেত্রে

মহারাষ্ট্র স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড বনাম ৫০১
বাবুলাল লেড [মোহন এম. শান্তনগৌদার বিচারপতি]

এবং প্রাপ্ত অর্থের অবশিষ্টাংশ তার অধিকার এবং স্বার্থ অনুসারে প্রাপ্য ব্যক্তিকে প্রদান করা হবে।

সার্ফেইসি আইনের ১৩(৪) ধারা একজন সুরক্ষিত ঋণদাতাকে ঋণখেলাপী ঋণগ্রহীতার সুরক্ষিত সম্পদের দখল নেওয়ার অনুমতি দেয়, যার মধ্যে বিক্রয়ের মাধ্যমে সেগুলি হস্তান্তরের অধিকার অন্তর্ভুক্ত। ১৩(৭) ধারা অনুসারে এই ধরনের বিক্রয় থেকে প্রাপ্ত অর্থ কী করা যেতে পারে তা উল্লেখ করা হয়েছে। বিপরীত কোনো চুক্তির অনুপস্থিতিতে, এই ধরনের অর্থ সুরক্ষিত ঋণদাতা কর্তৃক ট্রাস্ট হিসাবে রাখা হবে এবং প্রথমে বিক্রয়ের সাথে সম্পর্কিত খরচ, চার্জ এবং ব্যয় পরিশোধের জন্য; দ্বিতীয়ত, সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পরিশোধের জন্য; এবং সবশেষে, অবশিষ্ট অর্থের অধিকারী কোনো ব্যক্তির দিকে প্রয়োগ করা হবে।

১৩. বর্তমান মামলার ঘটনাগুলিতে, সার্ফেইসি আইনের ১৩(৪)(ক) ধারার অধীনে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করে, আপিলকারী-ব্যাংক ১৩.০৬.২০০৫ তারিখে কারখানার সম্পত্তির দখল নিয়েছে। পরবর্তীতে, ০৮.০৩.২০১০ তারিখে বিক্রয় চিঠির মাধ্যমে, আপিলকারী-ব্যাংক ১৪.১০ কোটি টাকার মোট বিবেচনার জন্য এম/এস বিদর্ভা রিয়েলটিস প্রাইভেট লিমিটেডকে উক্ত সম্পত্তি বিক্রির প্রস্তাব দেয়। উল্লেখযোগ্যভাবে, এই চিঠিতে বলা হয়েছে যে, আপিলকারী-ব্যাংক কর্মচারীদের বকেয়া এবং অন্যান্য সমস্ত দায়, যার মধ্যে আইনি দায় অন্তর্ভুক্ত, এর দায়িত্ব নেবে এবং সেগুলি সম্পূর্ণরূপে ক্রেতার উপর বর্তাবে। এর পরে, ১৪.০৯.২০১০ তারিখে আপিলকারী-ব্যাংক এম/এস ভাইনগাঙ্গা সুগার অ্যান্ড পাওয়ার লিমিটেডের অনুকূলে ১৪.১০ কোটি টাকার বিবেচনার জন্য একটি বিক্রয় শংসাপত্র জারি করে।

১৩.১ সার্ফেইসি আইনের ১৩(৭) ধারা অনুসারে বিক্রয় থেকে প্রাপ্ত অর্থ বিতরণের প্রযোজ্যতা নিয়ে আলোচনা করার আগে, আমরা উল্লেখ করি যে, ০৮.০৩.২০১০ তারিখের বিক্রয় চিঠির বিষয়বস্তুর উপর এই আদালত নির্ভর করতে পারে। আপিলকারীর বিজ্ঞ সিনিয়র আইনজীবীর এই যুক্তি যে, ০৮.০৩.২০১০ তারিখের বিক্রয় চিঠিটি ১৪.০৯.২০১০ তারিখের বিক্রয় শংসাপত্রে উল্লিখিত কোম্পানির চেয়ে ভিন্ন ঠিকানার উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল, তা গ্রহণ করা যায় না। এটা দেখা যায় যে, ০৮.০৩.২০১০ তারিখের বিক্রয় চিঠিতে উল্লিখিত ঠিকানা এম/এস বিদর্ভা রিয়েলটিস প্রাইভেট লিমিটেড-এর নাম পরিবর্তন করে ০৫.০৪.২০১০ তারিখে এম/এস ভাইনগাঙ্গা সুগার অ্যান্ড পাওয়ার প্রাইভেট লিমিটেড করা হয়েছিল। পরবর্তীতে, ০৩.০৬.২০১০ তারিখে, এম/এস ভাইনগাঙ্গা সুগার অ্যান্ড পাওয়ার প্রাইভেট লিমিটেডকে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত করা হয় এবং এর নাম পরিবর্তন করে এম/এস ভাইনগাঙ্গা সুগার অ্যান্ড পাওয়ার লিমিটেড করা হয়, যা বিক্রয় শংসাপত্রে ক্রেতার নাম হিসাবেও উল্লেখ করা হয়েছে। ২০১০ সালের মার্চ থেকে ২০১০ সালের সেপ্টেম্বরের মধ্যে এই অন্তর্বর্তীকালীন ঘটনাবলী ব্যাখ্যা করে যে কেন ০৮.০৩.২০১০ তারিখের বিক্রয়পত্র এবং ১৪.০৯.২০১০ তারিখে জারি করা চূড়ান্ত বিক্রয় শংসাপত্রে ভিন্ন ভিন্ন নাম প্রতিফলিত হয়েছে।

যাইহোক, যেহেতু এটি কোম্পানির নামের পরিবর্তনের একটি মামলা, তাই আমরা দেখতে পাই যে, দুটি সত্তা একই এবং পরবর্তী ক্রেতা, ৫ নং উত্তরদাতা (ভাইঙ্গাংগা সুগার অ্যান্ড পাওয়ার লিমিটেডের উত্তরাধিকারী) ০৮.০৩.২০১০ তারিখের বিক্রয় চিঠির শর্তাবলী দ্বারা আবদ্ধ থাকবে।

১৩.২ আরও, এটা বলা যায় না যে, ০৮.০৩.২০১০ তারিখের বিক্রয় চিঠিটি একটি বাহ্যিক নথি এবং বিক্রয় শংসাপত্রের ব্যাখ্যা করার জন্য এর উপর নির্ভর করা যায় না। কারণ বিক্রয় শংসাপত্রটি প্রদান করে বিক্রয় চিঠিটিকে বিশেষভাবে উল্লেখ করে যে, ক্রেতা "সম্পত্তির উপর বর্তমানে বিদ্যমান এবং ভবিষ্যতে উদ্ভূত সমস্ত বোঝা গ্রহণ করে এবং ক্রেতা কর্তৃক গৃহীত বিক্রয় চিঠি অনুসারে সেগুলি পরিশোধ করতে সম্মত হয়"। এই শব্দগুলির পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা দেখতে পাই যে, পক্ষগুলি ০৮.০৩.২০১০ তারিখের বিক্রয় চিঠিটিকে বিক্রয় শংসাপত্রের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে পাঠাতে চেয়েছিল, কারণ এটি বিক্রয় শংসাপত্রের একটি অংশ হিসাবে প্রদর্শিত হয়। যখন ১৪.০৯.২০১০ তারিখের বিক্রয় শংসাপত্র এবং ০৮.০৩.২০১০ তারিখের বিক্রয় চিঠির একটি সম্মিলিত পাঠ নেওয়া হয়, তখন এটা প্রকাশ পায় যে, যদিও ক্রেতা সম্পত্তির উপর সমস্ত বোঝা গ্রহণ করেছে, তবে এতে আপিলকারী-ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত নির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি অনুসারে কর্মচারীদের বকেয়া অন্তর্ভুক্ত নয়। যেহেতু শংসাপত্রটি সরাসরি পূর্ববর্তী বিক্রয় চিঠির উল্লেখ করে, তাই এর শর্তাবলীকে কার্যকর করা অপরিহার্য। সুতরাং, এটা উপসংহারে আসা যেতে পারে যে, পক্ষগুলি কর্মচারীদের বকেয়া পরিশোধ করতে এবং পরবর্তী ক্রেতা অন্যান্য দায়, যার মধ্যে আইনি দায় অন্তর্ভুক্ত, পরিশোধ করতে সম্মত হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে, বিক্রয় শংসাপত্র এবং বিক্রয় চিঠি একটি চুক্তি গঠন করে।

১৩.৩ এটি আমাদের সার্ফেইসি আইনের ১৩(৭) ধারার অধীনে বিক্রয় থেকে প্রাপ্ত অর্থ বিতরণের পরিকল্পনার দিকে নিয়ে যায়। উপরে উল্লিখিত হিসাবে, এই বিধানটি সুরক্ষিত ঋণদাতা কর্তৃক ১৩(৪) ধারার অধীনে তার পদক্ষেপ অনুসারে প্রাপ্ত অর্থ বিতরণের পদ্ধতি নির্ধারণ করে। যাইহোক, এই ধরনের বিতরণের পদ্ধতি শুধুমাত্র বিপরীত কোনো চুক্তির অনুপস্থিতিতে প্রযোজ্য। এই মামলায়, বিক্রয় শংসাপত্র এবং বিক্রয় চিঠি সম্মিলিতভাবে একটি চুক্তি গঠন করে, যার প্রভাব হল যে, কর্মচারীদের বকেয়া আপিলকারী-ব্যাংক পরিশোধ করবে এবং অন্যান্য সমস্ত দায় পরবর্তী ক্রেতা পরিশোধ করবে। সুতরাং, এটা বলা যেতে পারে যে পক্ষগুলির মধ্যে চুক্তিটি

ধারা ১৩(৭) এর অধীনে নির্ধারিত বন্টনের ক্রম থেকে ভিন্ন এবং বিপরীত একটি চুক্তি গঠন করে, যা অবশ্যই কার্যকর হতে হবে।

১৩.৪ এই বিষয়ে, আমরা দেখতে পাই যে, আপিলকারী-ব্যাংক হাইকোর্টে তার পাল্টা হলফনামায় যে স্পষ্টীকরণ দিয়েছে যে, ০৮.০৩.২০১০ তারিখের বিক্রয় চিঠির মাধ্যমে এটি শুধুমাত্র কর্মচারীদের ভবিষ্যৎ তহবিল পরিশোধের দায় স্বীকার করেছে, তা টিকিয়ে রাখা যায় না। শুধুমাত্র এটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পাঠ করে, এটা স্পষ্ট যে, এই স্পষ্টীকরণটি আপিলকারীর দায় থেকে পালানোর একটি পরবর্তী প্রচেষ্টা মাত্র। যদি আপিলকারীর প্রকৃত উদ্দেশ্য ভবিষ্যৎ তহবিল পরিশোধের দায় সীমাবদ্ধ করা হতো, তবে এটি বিক্রয় চিঠিতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করত, যা আপিলকারী এবং ক্রেতার মধ্যে বিক্রয়ের শর্তাবলী স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, এই বিক্রয়ে প্রবেশের সময়, আপিলকারী-ব্যাংক ২৪.০৮.২০০৬ এবং ২৭.০৪.২০০৭ তারিখের শিল্প আদালতের আদেশ অনুসারে কারখানার কর্মচারীদের অপরিশোধিত বেতনের বিষয়ে অবগত ছিল। সুতরাং, এটা বলা যায় না যে, আপিলকারী-ব্যাংক শুধুমাত্র ভবিষ্যৎ তহবিল পরিশোধের বকেয়া সীমাবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে "কর্মচারীদের বকেয়া" শব্দটি ব্যবহার করতে সম্মত হয়েছিল।

১৩.৫ এইভাবে, ঘটনা অনুসারে, আমরা দেখতে পাই যে, সার্ফেইসি আইনের ১৩(৭) ধারা অনুসারে, আপিলকারী-ব্যাংক কর্তৃক প্রাপ্ত অর্থ ৫ নং উত্তরদাতার সাথে করা অর্থ চুক্তি অনুসারে বিতরণ করা উচিত। অন্য কথায়, আপিলকারী-ব্যাংক ০৮.০৩.২০১০ তারিখের বিক্রয় চিঠিতে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুসারে কর্মচারীদের বকেয়া পরিশোধ করতে বাধ্য। যাইহোক, যেহেতু অন্যান্য সমস্ত দায়, যার মধ্যে আইনি দায় অন্তর্ভুক্ত, পরবর্তী ক্রেতা বহন করতে সম্মত হয়েছে, তাই কর্মচারীদের ভবিষ্যৎ তহবিল, গ্র্যাচুইটি, বোনাস ইত্যাদি সম্পর্কিত আইনি দায় ৫ নং উত্তরদাতা বহন করবে। আমরা এখানে পুনরাবৃত্তি করি যে, আপিলকারী-ব্যাংক কর্তৃক বিক্রয় চুক্তিকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করার পরবর্তী প্রচেষ্টা, যা ভবিষ্যৎ তহবিল পরিশোধের দায় কমিয়ে দেয়, তা কার্যকর করা যাবে না।

১৪. পূর্ববর্তী আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা আমাদের ফলাফলগুলি নিম্নরূপ সংক্ষিপ্ত করি:

(i) কোম্পানি আইনের ৫২৯এ ধারা, যা শ্রমিকদের বকেয়াকে অন্যান্য ঋণের উপর অগ্রাধিকার দেয়, সোসাইটি আইনের ১৬৭ ধারার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান মামলায় প্রয়োগ করা যাবে না।

(ii) শুধুমাত্র জমির রাজস্ব বকেয়া হিসাবে পুনরুদ্ধারযোগ্য হওয়ার কারণে, কর্মচারীদের বকেয়া, যার ক্ষেত্রে শিল্প আদালত কর্তৃক পুনরুদ্ধার শংসাপত্র জারি করা হয়েছে, ল্যান্ড রেভিনিউ কোডের ১৬৯(১) ধারার পরিপ্রেক্ষিতে প্রধান চার্জ হিসাবে গণ্য করা যাবে না। পরিবর্তে, ল্যান্ড রেভিনিউ কোডের ১৬৯(২) ধারার অধীনে, তারা শুধুমাত্র অসুরক্ষিত দাবির উপর অগ্রাধিকার পাবে।

(iii) একই সময়ে, আপিলকারী-ব্যাংকও বিক্রয় থেকে প্রাপ্ত অর্থের উপর কোনো প্রধান চার্জ উপভোগ করে না। পরিবর্তে, সার্ফেইসি আইনের ১৩(৭) ধারা অনুসারে, ০৮.০৩.২০১০ তারিখের বিক্রয় চিঠি এবং ১৪.০৯.২০১০ তারিখের বিক্রয় শংসাপত্র একটি চুক্তি গঠন করে, যা উক্ত বিধানের অধীনে নির্ধারিত বিতরণের আদেশকে প্রতিস্থাপন করে।

(iv) এই নথিগুলির সম্মিলিত প্রভাব হল যে, আপিলকারী-ব্যাংককে নিলামকৃত সম্পত্তি থেকে প্রাপ্ত বিক্রয় থেকে কর্মচারীদের বকেয়া পরিশোধ করতে হবে। এই পরিমাণে, ০৮.০৮.২০১১ তারিখে শিল্প আদালত কর্তৃক জারি করা পুনরুদ্ধার শংসাপত্রটি এখানে আপিলকারীর বিরুদ্ধে কার্যকর করা যেতে পারে। তদুপরি, কর্মচারীদের বেতন পরিশোধে উল্লেখযোগ্য বিলম্বের পরিপ্রেক্ষিতে, এই আদেশ জারির তারিখ থেকে ছয় মাসের মধ্যে কালেক্টর কর্তৃক এই পুনরুদ্ধার করা হবে।

(v) সুরক্ষিত সম্পত্তির ক্ষেত্রে কর্মচারীদের সম্পর্কিত অন্যান্য সমস্ত বকেয়া, যার মধ্যে কোনো অপরিশোধিত আইনি বকেয়া (ভবিষ্যৎ তহবিল, গ্র্যাচুইটি, বোনাস ইত্যাদি) অন্তর্ভুক্ত, এই আদেশ জারির তারিখ থেকে ছয় মাসের মধ্যে ৫ নং উত্তরদাতা কর্তৃক পরিশোধ করা হবে।

১৫. বর্তমান আপিলটি সেই অনুযায়ী নিষ্পত্তি করা হলো।

দেবিকা গুজরাল আপিল নিষ্পত্তি করা হলো।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায়বো ঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Sukanta Sen